আমায় চেনো?

গত সোমবারের ছবিটি ছিল **প্রিন্স হ্যারির**। দুই ঠিক উত্তরদাতা **বাসুদেব চক্রবর্তী**, নিউটাউন, কলকাতা; **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি।

আজকাল

সোপান

আরও বড় হতে হবে

এই পাতা আপনাদেরই। শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক সকলের। এখানে আর কী কী বিষয়, বৈচিত্র্য যোগ করলে ভাল হয়, মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন, এটাই অনুরোধ। আমাদের জানাবেন এখানে : aajkaalsopan@gmail.com

যে কোনও খেলাতেই খেলোয়াড় ছাড়াও ক্রীড়া আয়োজক বা কর্তাব্যক্তিরা অসম্ভব গুরুত্বের দাবি রাখেন। ক্রীড়াবিজ্ঞান, বিপণন, মনস্তত্ত্ব, মায় ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের পরিষেবা দিতেও তুখোড় ক্রীড়া ব্যবস্থাপকরা। শুধু খেলা ভালবেসেই দুর্দান্ত কেরিয়ার গড়া যেতে পারে। কীভাবে, জানাচ্ছেন কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টের স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের বিভাগীয় প্রধান **ড. মাধবমিলন ঘোষ**

স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট

হিসেব বলছে, ২০২৭ নাগাদ এদেশে ক্রীড়াক্ষেত্রের সম্মিলিত অর্থমূল্য হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ৮০-৯০ কোটি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের কম। এঁদের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ক্রীড়াবিদ হলেও স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া-সচেতন এবং ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের সংখ্যা বিশাল। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবল, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স ইত্যাদি নানা খেলার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু খেলোয়াড় নয়, যে কোনও খেলা বা প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও বিপণনে ক্রীড়া প্রশাসক, আয়োজনকারীর পাশাপাশি আরও অনেক ধরনের পেশার পেশাদারদের প্রয়োজন হয়।

খেলার দুনিয়ায় পর্দার পিছনে থাকা সেই সমস্ত পেশাদারদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৩ সালে আমাদের রাজ্যেই প্রথম প্রথাগতভাবে 'স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট' পড়ানো শুরু হয় আমাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে (আইআইএসডব্লিউবিএম, https://www.iiswbm.edu)।

এখানে ছোট্ট করে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া যাক। আইআইএসডব্লিউবিএম-এর তদানীন্তন ডিরেক্টর অশোক কুমার দত্তের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতায় আমাদের কলেজ স্কোয়ার ক্যাম্পাসে আমাকে এবং টাটা স্টিলের প্রাক্তন পিআর ম্যানেজার সুব্রত দত্ত ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সেক্রেটারি জেনারেল প্রদীপ দাশগুপ্তের উদ্যোগে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ওপর এক বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো শুরু করা হয়। ২০০৫ সালে সদ্যপ্রয়াত রতন টাটাকে আমাদের ক্যাম্পাসে এনে নওল টাটা সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট চালু করা হয়। ২০১০-১১ সালে এই কোর্সটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। আজ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি), বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই), অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ), স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) মতো দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক কিংবা আয়োজনকারী সংস্থায় আমাদের পড়ুয়াদের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

কী পড়ানো হয়

বর্তমানে এক বছরের পিজি ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টে দুটো সেমেস্টার রয়েছে। প্রতি সেশনে ৩০ জন পড়ুয়া ভর্তির সুযোগ পায়। ধীরে হলেও এখানে ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

এই কোর্সে ক্রীড়া মনস্তত্ত্ব (স্পোর্টস সাইকোলজি) থেকে ক্রীড়ায় আর্থিক সংস্থান (স্পোর্টস ফিনান্স), ক্রীড়া বিপণন (স্পোর্টস মার্কেটিং) থেকে ক্রীড়া আইন (স্পোর্টস ল), ক্রীড়া সাংবাদিকতা (স্পোর্টস জার্নালিজম) ছাড়াও লাইফস্টাইল অ্যান্ড ওয়েলনেস ম্যানেজমেন্টের মতো বহুবিধ বিষয় পড়ানো হয়।

সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে কোন সেমেস্টারে কী পড়ানো হয়।

প্রথম সেমেস্টার: ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলস, বিজনেস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স, অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার অ্যান্ড স্পোর্টস সাইকোলজি, স্পোর্টস ফিনান্স, স্পোর্টস মার্কেটিং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এবং আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স ইন স্পোর্টস, স্পোর্টস সায়েন্স, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ স্পেসিফিক গেমস (ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, গলফ, কবাডি) এবং লাইফস্টাইল অ্যান্ড ওয়েলনেস ম্যানেজমেন্ট।

দ্বিতীয় সেমেস্টার: অন্ত্রেপ্রেনিওরশিপ অ্যান্ড প্রোজেক্ট ওয়ার্ক, স্পোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, স্পোর্টস ল, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড স্পনসরশিপ, কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস, স্পোর্টস ইকনমিক্স, ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড স্পোর্টস জার্নালিজম, রিসার্চ মেথডোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ ফেসিলিটিজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ স্পোর্টিং ট্যালেন্ট।

> এই বিষয়টা পড়তে পারলে নামী ক্রীড়াবিদ না হয়েও শুধু খেলা ভালবেসেই খেলা নিয়ে দারুণ কেরিয়ার গড়া যেতে পারে। খেলাপাগল এই দেশে ক্রীড়াবিদরা আদর্শ হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ক্রীড়ানৈপুণ্য আমজনতার সামনে ঠিক সময়ে আকর্ষণীয় মোড়কে তুলে ধরাটাও সব খেলার জন্য সমান জরুরি।

প্রথম সেমেস্টারের পর থাকে দেড় মাসের কম্পালসরি ইন্টার্নশিপ এবং এই মেয়াদে ছাত্রছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন নামী ক্রীড়া আয়োজনকারী কোম্পানিতে (যেমন- প্রোটাচ স্পোর্টস, আর এন গলফ ম্যানেজমেন্ট, টেনভিক স্কুল স্পোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থায় (যেমন- এআইএফএফ, আইএফএ, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ইত্যাদি) হাতেকলমে কাজ শেখার সুযোগ পায়।

কোথায় কেমন কাজ

দ্বিতীয় সেমেস্টার চলাকালীনই ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট চালু হয়ে যায়। সফলভাবে কোর্স শেষ করতে পারলে বিভিন্ন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, স্কুল স্পোর্টস অর্গানাইজেশন সমেত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কাজ মেলে। যে কোনও খেলা সুচারুভাবে আয়োজন করতে গেলে যে সব জায়গায় দক্ষ পেশাদার প্রয়োজন, সেগুলি হল স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট, স্পোর্টস ভেন্যু ম্যানেজমেন্ট, টিম ও খেলোয়াড়দের তদারকি, স্পোর্টস ইভেন্ট মার্কেটিং, স্পনসরশিপ ম্যানেজমেন্ট, গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট, ট্যালেন্ট হান্ট, ব্রডকাস্টিং ম্যানেজমেন্ট, পাবলিক রিলেশনস অ্যাক্টিভিটি, রিক্রিয়েশন স্পোর্টস ম্যানেজার, ফেসিলিটি ম্যানেজার, স্পোর্টস ইনফরমেশন টেকনোলজি ও লজিস্টিক সলিউশন এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স ও ক্রীড়া পরিসংখ্যানবিদ (স্ট্যাটিস্টিশিয়ান) ইত্যাদির মতো কাজ যেখানে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট করা ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও স্পোর্টস বা প্লেয়ারস এজেন্ট, স্পোর্টস ট্যুরিজম এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমেও এই বিষয়ের পেশাদারদের চাহিদা বাড়ছে। কোর্স শেষে ক্রীড়া সাংবাদিক বা কমেন্টেটর হওয়ারও সুযোগ থাকে।

আগেই বলেছি, বর্তমানে সরকারি তো বটেই, বিভিন্ন নামী বেসরকারি সংস্থাতেও এই কোর্সের পড়ুয়ারা জায়গা করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ও সাই (SAI)-সহ আরও কয়েকটি রাজ্য সরকার এই কোর্সটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ পাচ্ছে। যেমন ধরা যাক, পুরুলিয়ার আর্চারি অ্যাকাডেমি, খড়দহের ফুটবল অ্যাকাডেমি, যুবভারতীতে টেবিল টেনিসে অ্যাকাডেমিতে এখানকারই প্রাক্তনী ডিরেক্টর পদে রয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার, দুজনেই আইআইএসডব্লিউবিএম-এরই স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তনী। আইসিসি-র এশিয়ান ক্রিকেট মার্কেটিং অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তাও এখানকার ছাত্র। এক ছাত্রী দুবাইয়ে স্কুল অ্যাসোসিয়েশনে চাকরি করছেন।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও এগুলির অধীনস্থ কলেজে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ওপর কোর্স চালু হচ্ছে বা হতে চলেছে। এই কোর্স পড়ানোর জন্য এখনও দক্ষ শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই অধ্যাপনা কিংবা পড়ানোর রাস্তাও খোলা। যেমন আমাদেরই এক প্রাক্তন ছাত্র আইআইএসডব্লিউবিএমে অধ্যাপনা করছেন। সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপকও আইআইএসডব্লিউবিএম থেকে পাশ করা।

কেমন যোগ্যতা লাগে

প্রথম ও আবশ্যকীয় যোগ্যতা, খেলার প্রতি নিখাদ ভালবাসা। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই আবেদন করতে পারেন। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে আইআইএসডব্লিউবিএমে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পিজি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। প্রার্থীবাছাই পরীক্ষা সাধারণত জুন-জুলাই নাগাদ নেওয়া হয়। আড়াই ঘণ্টা মেয়াদ ও ১০০ পূর্ণমানের পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ও ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন থাকে। খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকে ৪০ শতাংশ। বাকি ৬০ শতাংশের মধ্যে অর্থনীতি, সোশ্যাল স্টাডি, জেনারেল সায়েন্স ও জেনারেল নলেজের ওপর প্রশ্ন থাকে। এর পর থাকে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ যেখানে প্রার্থীর কাছে খেলার প্রতি আকর্ষণ গুরুত্ব পায়। কোর্সের মোট খরচ ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, দরকার পড়লে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতেও প্রতিষ্ঠানের তরফে পড়ুয়াদের সহায়তা দেওয়া হয়।

মোদ্দা কথা

এই বিষয়টা পড়তে পারলে নামী ক্রীড়াবিদ না হয়েও শুধু খেলা ভালবেসেই খেলা নিয়ে দারুণ কেরিয়ার গড়া যেতে পারে। খেলাপাগল এই দেশে ক্রীড়াবিদরা আদর্শ হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ক্রীড়ানৈপুণ্য আমজনতার সামনে ঠিক সময়ে আকর্ষণীয় মোড়কে তুলে ধরাটাও সব খেলার জন্য সমান জরুরি। লাইমলাইটের পিছনে থেকে অলিম্পিক, বিশ্বকাপ ফুটবল বা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মতো বড় মঞ্চ ছেড়েই দিলাম, আইপিএল, আইএসএল কিংবা ইন্ডিয়ান হকি লিগের পাশাপাশি কবাডি, ব্যাডমিন্টন, দাবা, টেবিল টেনিস, আর্চারি, শুটিং, সব খেলাতেই ক্রীড়ানুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের গুরুদায়িত্ব বর্তাচ্ছে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের বিশেষজ্ঞদের ওপর। নিজে সফল ক্রীড়াবিদ না হতে পারলেও নামী ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে পেশাদারি মানসিকতায় কাজের অভিজ্ঞতাই জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। সেই কারণে আগামিদিনে এই পেশার পেশাদারদের চাহিদা কোথায় পৌঁছবে, তা বিচারের দায়িত্ব আপনাদের।

এই সপ্তাহের বিতর্কের বিষয়

দ্বাদশে রচনা বাদ যাওয়ায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি-ভীতি অনেকটাই কমবে

নাম ও পুরো ঠিকানা-সহ ১০০ শব্দের মধ্যে মতামত আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে জানান aajkaalsopan@gmail.com মেল আইডি-তে।

গত সোমবারের বিতর্কের বিষয়

স্কুলপড়ুয়াদের চুলের ছাঁটে নজর রাখুক স্কুল

এখনকার স্কুলপড়ুয়াদের কাছে, চিত্রতারকা ও ক্রিকেট খেলোয়াড়ের আকর্ষণ তাঁদের চুলের ছাঁটে! অপরিকল্পিত কেশরাশিকে যদি স্কুলপড়ুয়ারা শিরোধার্য করে, তাহলে শুধুমাত্র চুলের ছাঁটে নজর রেখে চুলোচুলি করলে হবেনা। নজর রাখতে হবে ছাত্র-শিক্ষক এবং ছাত্র-অভিভাবক সম্পর্কের ওপরও। স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে প্রকৃত আত্মিকতা গঠিত হলে, স্কুলপড়ুয়ারা তাঁদেরই অনুকরণ করবে।
— **বাসুদেব চক্রবর্তী**, স্নেহদিয়া, নিউটাউন, কলকাতা

বেশিরভাগ স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে চুলের বাহার। বিদ্যালয় হল সৎ চরিত্র গঠনের স্থান। বাহারি চুলের ছাঁট বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে বেমানান। তাছাড়া অনেক অভিভাবকের পক্ষে অবাধ্য সন্তানদের নিয়ন্ত্রন সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং এর দোসর হয়েছে সেলুনগুলি। সেলুনগুলিতে বেশি খদ্দেরের আশায় নামী খেলোয়াড় অভিনেতাদের চুলের ছাঁট হুবহু নকল করে দেওয়া হচ্ছে।
— **ঐন্দ্রী ভট্টাচার্য**, হামিরহাটি, বাঁকুড়া

আজকাল বৈচিত্রময় চুলের ছাঁটের দেখা মেলে স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে। স্কুলে নিয়মশৃঙ্খলা অনুসারে চুলের ছাঁট একই ধরনের থাকা উচিত। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধে একতাবোধ তৈরি হয়, তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ওঠে।
— **পুষ্প অধিকারী**, শান্তি পল্লী, কলকাতা

ইদানীং কোনও রাখঢাক না করে চুলের বিভিন্ন ছাঁট নিয়ে অনেক ছাত্র অনায়াসে ক্লাসে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের বারণ মানে না পড়ুয়ারা। এই সমস্যা মেটাতে আমাদের রাজ্যে কলকাতা ও জেলার বেশ কয়েকটি স্কুল শিক্ষক-অভিভাবক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পরই সেলুনে যাতে ছাত্রদের কোনও বাহারি হেয়ার স্টাইল না করা হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কুরুচিকর হেয়ার স্টাইলের হাত ধরে শিক্ষাঙ্গনে অপসংস্কৃতির বেনোজল হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ছে।
— **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বেশ কয়েক বছর আগে শহরতলির কোনও এক স্কুলের প্রধানশিক্ষক এলাকার প্রায় সবক'টি সেলুনে চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, ছাত্ররা যেন অছাত্রসুলভ চুল না কাটে। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলের সমান অধিকার প্রাপ্য, এই বলে তখন কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ মানুষদের তিলে তিলে বেড়ে ওঠার ইতিহাস অনুসন্ধান না করে শুধু তাঁদের চুলের ছাঁট নিয়ে মেতে থাকটাই বা কোন ধরনের ব্যক্তিস্বাধীনতা?
— **সাগরময় অধিকারী**, ফুলিয়া, নদিয়া

পড়ালেখার পাশাপাশি স্কুল হল শৃঙ্খলা শেখার স্থান, যা সারাজীবন পথ চলায় প্রয়োজন। তাই স্কুলের কোড অনুযায়ী ছাত্রেদের চুল ছাঁট দেওয়ার প্রয়োজন। যে যেমন খুশি চুল ছেঁটে স্কুলে আসা অনুচিত। চিরাচরিত, ভদ্র চুলের ছাঁটে স্কুলে আসাই কাম্য। প্রতিটি স্কুলে যেমন পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্মে স্কুলে আসতে হয়, তেমনই চুলের ছাঁটের ক্ষেত্রেও স্কুলে নিয়মানুবর্তিতা থাকা আবশ্যক।
— **অতীশচন্দ্র ভাওয়াল**, কোন্নগর, হুগলি

ওরা ভিড় জমায় সেলুনে। আবদার বিভিন্ন হেয়ার স্টাইলে নিজেকে সজ্জিত রাখা। এদের একটা বড় অংশ স্কুল পড়ুয়া। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে স্কুলে আসার পরিবর্তে এদের চুলে বিভিন্ন স্টাইল যা দেখে স্কুলের অনেক শিক্ষক- শিক্ষিকার চোখ কপালে ওঠে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের বিষয়টি অবগত করতে হবে। স্কুলে নোটিশ দিয়ে সকলকে সতর্ক করতে হবে।
— **শঙ্কর সাহা**, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুকরণের প্রবণতা একটু বেশি লক্ষ্য করা যায়। তারা বিশেষ কোনও খেলোয়াড় বা সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের চুলের ছাঁট বা পোশাক পরার স্টাইল অনুকরণ করে থাকে। সমাজ কিন্তু এই ধরনের ছাত্রদের মোটেই মেনে নেয় না। এদের দেখলে প্রশ্ন আসে, এরা কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র? বিদ্যালয় কি এদের নৈতিক শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে? বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত, এই ধরনের ছাত্রদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। নইলে এটা সামাজিক ব্যাধির মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।
— **বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়**, রিষড়া হাই স্কুল, রিষড়া, হুগলি

শুধু স্কুল কেন, অভিভাবকদেরও এই বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি। এখন অল্পবয়সীদের মধ্যে বিকট চুলের ছাঁট, কী যে ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে! নিজেকে সুন্দর লাগছে কি না, অপরে কী ভাবছে, তা জানার বালাই নেই! স্কুল কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতেই পারেন। মূলত সেই সব নাবালকদের বোঝানো উভয় তরফে, তারপরেও না শুনলে শাস্তির বিধান।
— **শিবপদ চক্রবর্তী**, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

অনেককেই দেখা যায় চলতে বসতে নজর রাখে চুলের দিকেই, মোবাইল স্ক্রিনে দেখেই হাত বা চিরুনি দিয়ে চুলকে দর্শনধারী করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা! শুধু কি চুলের ছাঁট? চুলের রঙও বদলে যাচ্ছে। স্কুলপড়ুয়া বা ছোটরা তা প্রতিনিয়ত দেখছে। স্কুলপড়ুয়ারা তো বাড়ি থেকেই স্কুলে যায়। সুতরাং এটা অভিভাবকদেরই প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে।
— **সনৎ ঘোষ**, খালোড়, বাগনান, হাওড়া

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন একটু বড় চুল হলেই মাস্টারমশাইরা বিরক্ত হতেন। কিন্তু আজ অসভ্যের মতো চুল কাটছে স্কুল পড়ুয়ারা। স্কুল যদি নজর না রাখে, তাহলে সবাই বলবে এই বেয়াড়া ছেলেটা কোন স্কুলে পড়ে? এতে স্কুলেরও বদনাম। বেবাগা চুল দেখলেই অভিভাবকদের ডাকা হোক স্কুলে।
— **সুদীপ্ত ব্যানার্জি**, বড়বাগান, সিউড়ি, বীরভূম

স্কুলপড়ুয়াদের চুলের ছাঁটে স্কুল কর্তৃপক্ষ তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে, যখন একজন ছাত্রের কেশ পরিচর্যা মুখমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যর্থ হয় অথবা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। কেশ পরিচর্যা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে স্কুলে পড়ার সময় প্রতিষ্ঠানের অনুশাসন অবশ্যই মেনে চলতে হবে।
— **অরুণ গুপ্ত**, নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৮৪

বিশেষ সময়, বয়স, যোগ্যতায় যা মানানসই তা শৈশব-কৈশোরে স্কুলে মানানসই নয়, একথা কচিকাঁচারা সহজে বুঝবে না যদি না অভিভাবকেরা, বিশেষত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিষেধ না করেন। তাই শিক্ষক শিক্ষিকারা দ্রুত নিজেদের সন্তানসন্ততি মনে করেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দিকে নজর রাখুন।
— **মৃত্যুঞ্জয় বোস**, শেঠবাগান রোড, দমদম, কলকাতা-৩০

আধুনিক শিক্ষার নতুন পীঠস্থান

হাওড়ার ক্রেডমন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

হাওড়ায় কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটিতে বিশাল ৩.৩ একর ক্যাম্পাসে অত্যাধুনিক সুবিধা-সহ বিশ্বমানের শিক্ষার পরিবেশ দিতে খুব শিগগিরই আসছে ক্রেডমন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ২০২৫-এর এপ্রিলে পথ চলা শুরু করবে এই স্কুল। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে সিবিএসই পাঠ্যক্রম অনুসরণে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে।

সিবিএসই পাঠ্যসূচি অনুসরণকারী অন্যান্য স্কুলের থেকে ক্রেডমন্ট যেখানে আলাদা, তা হল শিক্ষা ও শেখার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই) প্রযুক্তির প্রয়োগ। থাকছে এআই-চালিত স্মার্টবোর্ড এবং ইন্টার‍্যাক্টিভ ক্লাসরুম এবং এআই-এন্যাবলড ল্যাব।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে স্কুল চালুর কথা জানালেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রেম সাই পঙ্গুরু। তিনি জানান, ৯৮ কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে ওঠা এই স্কুলে ১৮০-র বেশি কর্মসংস্থান হচ্ছে।

এক লক্ষ কুড়ি হাজার বর্গফুট বিল্ট-আপ এলাকা-সহ রয়েছে একটি জি+৪ অ্যাকাডেমিক ব্লক। পড়ুয়াদের খেলার জন্য ক্যাম্পাসে ১.১৫ লক্ষ বর্গফুটের এলাকাও রয়েছে। এখানে থাকছে ফুটবল, বাস্কেটবল, স্কোয়াশ এবং রক ক্লাইম্বিং-সহ ১৬টি কো-কারিকুলার ক্লাব, যার মধ্যে উল্লেখ্য রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং। স্কেটিং রিঙ্ক, মাল্টিপারপাজ কোর্টের পাশাপাশি সঙ্গীত, নাচ ও নাটক কক্ষের মতো বিশেষ সুবিধাগুলি শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে তাঁরা জানান।

প্রেম সাই পঙ্গুরু আরও বলেন, 'ক্রেডমন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ছাত্র তৈরির লক্ষ্য নিয়ে নির্মিত হয়েছে। আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি এবং পরিকাঠামোয় এআই-চালিত প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা একটি অনন্য এবং অগ্রসর চিন্তাশীল শেখার অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি।'

২৬ কোটি বিনিয়োগে কলকাতায় দুটি আন্তর্জাতিক স্কুল গড়ছে নারায়ণা গোষ্ঠী

এবার কলকাতায় দুটি আন্তর্জাতিক স্কুল তৈরি করছে নারায়ণা গোষ্ঠী। এশিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষাগোষ্ঠী নারায়ণার আয়ত্তে রয়েছে ৮০০-র বেশি স্কুল। ২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগে দুটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একটি হচ্ছে রামচন্দ্রপুরে, অন্যটি খিদিরপুরে।

নারায়ণা গোষ্ঠীর তরফে বলা হয়েছে, দেশে এই প্রথম কলকাতায় তারা আন্তর্জাতিক মানের দুটি স্কুল গড়বে। ফলে ৩৯২টি পদে চাকরির সুযোগ থাকবে। রামচন্দ্রপুর ক্যাম্পাসটি ২ একর জমিতে। এখানে নার্সারি থেকে গ্রেড ৯ এবং গ্রেড ১১ পর্যন্ত ১ হাজার পড়ুয়া পড়াশোনা করতে পারবে। খিদিরপুর ক্যাম্পাসে নার্সারি থেকে গ্রেড ৮ পর্যন্ত ৮০০ পড়ুয়া পড়াশোনা করতে পারবে। এটি গড়ে উঠবে দেড় একর জমিতে। দুটি স্কুলেই থাকবে আধুনিক ক্লাসরুম, উন্নত মানের ল্যাবরেটরি, খেলাধুলোর ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

নারায়ণা গোষ্ঠী চায়, আগামী দিনের পড়ুয়ারা লেখাপড়ার পাশাপাশি পেশাগত বিষয়গুলিরও চর্চা শুরু করুক। যাতে, পরবর্তী কালে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে তারা নিজেদের যোগ্য হিসেবে তুলে ধরতে পারে। এখানে পড়াশোনার বিষয়টি হবে বিভিন্ন প্রোজেক্ট-নির্ভর। দুটি স্কুলেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে অত্যাধুনিক। যাতে পড়ুয়ারা কোনও সমস্যায় না পড়ে। ডায়েটিশিয়ান, মনোবিদরাও থাকবেন।

এ বিষয়ে নারায়ণা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান সুব্রহ্মণ্যম পনগুরু জানিয়েছেন, 'আমরা চাই, একটি আধুনিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার পাশাপাশি পড়ুয়ারা বড় হয়ে উঠুক। তাদের সব ধরনের বিকাশের জন্য আমরা কাজ করব। আমরা কলকাতায় এ ধরনের কাজ শুরু করতে পেরে খুশি।'

জাপানের কর্মশালায় বিএসজি

টোকিও ও হাকুবাতে জাপান সরকারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হচ্ছে 'জাপান ইস্ট এশিয়া নেটওয়ার্ক অফ এক্সচেঞ্জ ফর স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউথ'। ১০ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই কর্মশালা চলবে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই কর্মশালায় ভারত সরকারের তরফে প্রতিনিধিত্ব করছেন ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডস (বিএসজি)-এর ৬ জন রোভার রেঞ্জার। এই দলে এরাজ্যের একমাত্র সদস্য হুগলি কানাইপুরের সুমেধা রায়। কর্মশালায় ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান থেকে ৪১ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছেন।

গ্রিফিনস স্কুলের অনুষ্ঠান

খড়্গপুরের গ্রিফিনস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠান দুর্দান্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের বিষয় ছিল 'শৈশবের স্মৃতি' এবং দ্বিতীয় দিনের মূল আকর্ষণ ছিল 'সপ্ত রিপু'।

প্রথম দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাটা হিতাচির ভাইস প্রেসিডেন্ট আনন্দ কুমার। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এসেছিলেন টাটা মেটালিক্সের এগজিকিউটিভ ইন চার্জ অলোক কৃষ্ণা, বিদ্যালয় সভাপতি অভিষেক কুমার যাদব, অধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার সামল প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. জয়শ্রী লাহা। সঙ্গে ছিলেন বিদ্যালয় সভাপতি ও অধ্যক্ষ।

অনুষ্ঠানে বোর্ড পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও যে সব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে, সেই সকল বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 'গুরু সম্মান' দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পুরো অনুষ্ঠান ঘিরে শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক, সকলের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সিএমএ অ্যাচিভারস মিট: ভিশন ২০৩০

নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ১২ ডিসেম্বর আয়োজিত হল সিএমএ অ্যাচিভারস মিট: ভিশন ২০৩০। এবারের ভাবনা ছিল 'রিপোজিশনিং দ্য আইসিএমএআই টুয়ার্ডস ইন্ডিয়া ভিশন অ্যাট ২০৪৭'।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপদ যশো নায়েক।

সঙ্গে ছিলেন সাংসদ ড. জয়ন্ত কুমার রায়, ভারত সরকারের কর্পোরেট কারবার বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব দীপ্তি গৌর মুখার্জি, জয়েন্ট সেক্রেটারি ইন্দরদীপ সিং ধারিওয়াল, আইআরইডিএ-র সিএমডি সিএমএ প্রদীপ কুমার দাস, আইসিএমএআই কাউন্সিল মেম্বার সিএমএ মনোজ কুমার আনন্দ, সিএমএ রাজেন্দ্র সিং ভাটি, প্রেসিডেন্ট সিএমএ বিভূতি ভূষণ নায়ক, ভাইস প্রেসিডেন্ট সিএমএ টিসিএ শ্রীনিবাস প্রসাদ প্রমুখ।

আলোচনায় আন্তর্জাতিক বাজারে সিএমএদের ভূমিকা তুলে ধরা হয় যেখানে কোথায় কেমন গুরুত্বের দাবি রাখেন, সেই বিষয়গুলি উঠে আসে।

তারাতলার ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টে (আইএইচএম) বার্ষিক কেক মিক্সিং সেরিমনির এক ঝলক। এবারের ভাবনা ছিল 'জাতি নির্মাতাদের সম্মানে'। কলকাতার নামী হোটেলগুলির কর্তাব্যক্তিদের পাশাপাশি কেকের উপকরণ মেশানোর এই আনন্দ-অনুষ্ঠানে অংশ নেন আইএইচএম প্রিন্সিপাল রাজা সাধুখাঁ।